স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৩শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 8th Aug. 1962 { ১৩শ সংখ্যা

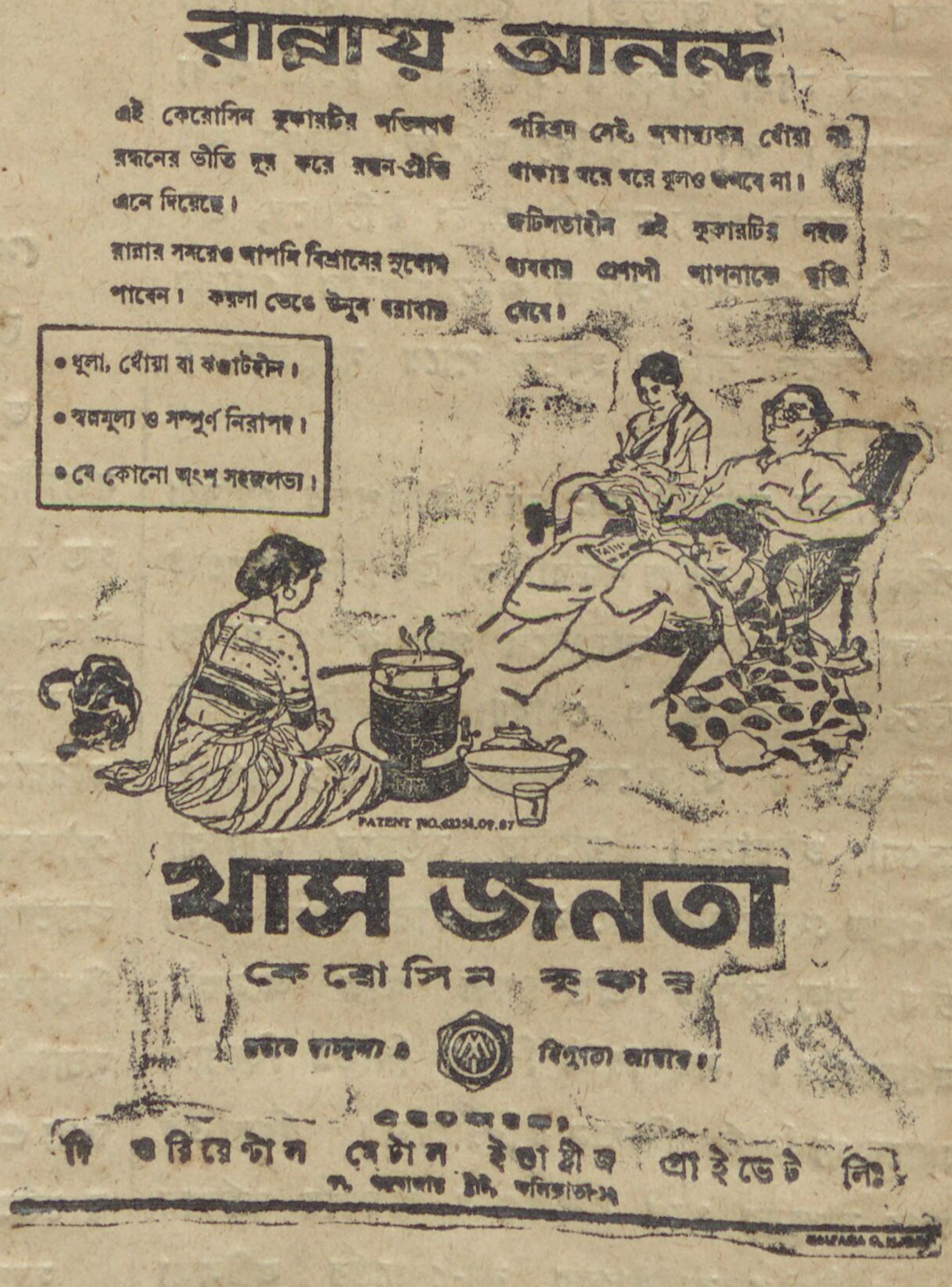

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

বাংলা ভাষার স্থান

বাংলাকে সরকারী ভাষারূপে ও সকল পর্য্যায়ের শিক্ষার বাহনরূপে গণ্য করার দাবী অনেক দিনের। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে উহা ক্রমে আরো জোরালো হইয়া উঠিতেছে। এই দাবীর যৌক্তিকতা আজ কোনদিক দিয়াই অস্বীকার করার উপায় নাই। প্রথমতঃ বাঙ্গালীর মর্য্যাদা ও কৃষ্টির প্রশ্ন ইহার সহিত জড়িত। তাছাড়া, ব্যবহারিক জীবনের নানা সুবিধার সম্ভাবনাও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। আজিকার দিনের শিক্ষা, উন্নয়ন কর্ম্ম ও প্রশাসনের কার্য্য বহুমুখী হইয়া উঠিয়াছে, এই বহুমুখী কর্ম্মধারার সহিত জনসাধারণের প্রাণের যোগ সহজে সাধিত হইতে পারে মাতৃভাষারই মাধ্যমে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের বৎসরেই বাংলাকে সরকারী ভাষারূপে গণ্য করার ব্যবস্থা হইবে। সরকার এ ঘোষণা অনুযায়ী কাজও করিয়াছেন। বাংলাকে সরকারী ভাষার মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন জানাইয়াছেন, সরকারী দপ্তরে বাংলা ভাষা চালু করার প্রস্তুতিপর্ব্ব আজ অনেকটা অগ্রসরমান। সরকার এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগে যথাযোগ্য নির্দ্দেশাদি দান করিয়াছেন। কিন্তু এই কার্য্য সাধনের পথে কতকগুলি অন্তরায় বর্ত্তমান বাংলা টাইপ রাইটারের কী-বোর্ডের জটিলতা তাহাদের অন্যতম। এই কী-বোর্ডকে সহজ ও সরল করা না হইলে সরকারী দপ্তরের কাজকর্ম্ম আগাইতে পারিবে না। দেশে আজকাল উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন মেকানিকের অভাব নাই। তাহাদের সাহায্যে অচিরে এ সমস্যার সমাধান করা কঠিন নয়।

শিক্ষার সর্ব্ব স্তরে মাতৃভাষাকেই জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন করা প্রয়োজন। বিশ্বের সকল প্রাগ্যসর দেশেই ইহা করা হইতেছে। বাংলাকেও এই উন্নত পর্য্যায়ে স্থাপন করা দরকার। একাজে আমাদের সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের একযোগে আগাইয়া আসিতে হইবে। শুধু কবিতা উপন্যাস, ছোটগল্প ও রম্যরচনার মধ্য দিয়া ভাষাকে প্রকৃত মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে তাল রাখিতে হইলে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির নূতন নূতন পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে, বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক সাহিত্যও গড়িয়া তুলিতে হইবে। এজন্য প্রয়োজন বেসরকারী ও সরকারী উভয় তরফেরই মিলিত প্রচেষ্টা।

সন্ন্যাসী নেতাজী নহেন তিনি কে?
শৌলমারীর সন্ন্যাসী সম্পর্কে জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ

জলপাইগুড়ির শৌলমারী আশ্রমের এক সন্ন্যাসীর সহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসুক্যের সঞ্চার হইয়াছে। সে বিষয়ে অসম্পূর্ণ সরকারী বক্তব্য এক রহস্যঘন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, শৌলমারীর সন্ন্যাসী নেতাজী নহেন এবং ঐ বক্তব্যের সমর্থনে উক্ত আশ্রমের সম্পাদকের এক বিবৃতিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব পরিচিতি সম্পর্কে সরকার কোন তথ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ না হওয়ার ফলে এই রহস্যের কোন কিনারা হয় নাই।

সম্প্রতি কলিকাতায় সুভাষবাদী জনতা সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা শৌলমারীর সন্ন্যাসী ও নেতাজীকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। এই সমাবেশের বিপুল জন সমাগম হইতে বিষয়টির প্রতি সাধারণ উৎসুক্য অভিব্যক্ত হয়। শাহনওয়াজ কমিটির অনুসন্ধানের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে প্লেন দুর্ঘটনায় মৃত বলিয়া ঘোষণা করিলেও দেশবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বহুলাংশ ইহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লন নাই। ফলে এবংবিধ ঘটনা জনমনে সহজেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছে।

ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ে দণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের প্রথম শ্রেণীর বিচারক শ্রী আর, আর, সমাদ্দার চৌধুরী মহোদয় নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য জোতকমল নিবাসী শ্রীসন্তোষ ঘোষ—১০০৲; ভেজাল নারিকেল তৈল বিক্রয়ের জন্য জঙ্গিপুর নিবাসী শ্রীমহাবীর জৈন—৫০৲; ভেজাল সরিষার তৈল বিক্রয়ের জন্য জঙ্গিপুর নিবাসী শ্রীজ্ঞানচাঁদ জৈন—১০০৲ টাকা।

শুভ বিবাহ

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, জঙ্গিপুর উচ্চতর সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী, জঙ্গিপুরের উকীল শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মাধুরী দেবীর সহিত জঙ্গিপুরের অন্যতম উকীল শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ গত ২০শে শ্রাবণ রবিবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম উপমন্ত্রী বর্দ্ধমানের মহারাণী-অধিরাণী শ্রীমতী রাধারাণী মহাতাপ কন্যাপক্ষে নিমন্ত্রিতা হইয়া শুভকর্ম্মে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা নবদম্পতির চির-সুখশান্তি ভগবৎ সমীপে কামনা করি।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির হিসাব অনুমোদন

জেলা প্রচার অফিস হইতে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ যে গত ২রা মে মুর্শিদাবাদ জেলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটির কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় উক্ত কমিটির আয় ও ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করা হয়। সংবাদে আরও প্রকাশ যে জেলার এ্যাসিস্টান্ট রেজিষ্ট্রার, কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ মহোদয় উক্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন।

জেলাবাসীর অবগতির জন্য নিম্নে উক্ত কমিটি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হিসাব প্রকাশ করা হইল—

মুর্শিদাবাদ জেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটির আয় ও ব্যয়ের হিসাব (৩।৫।৬০ হইতে ১১।৪।৬২ পর্য্যন্ত)

আদায়—কুপন বিক্রী বাবদ (ক) জেলায় রবীন্দ্র সদন নির্ম্মাণ কল্পে নির্দ্ধারিত ৬৯.৫২৭·০০ টাকা (খ) রাজ্য কমিটির জন্য × (গ) কোনরূপ নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে ৬৭,৫০২·০০ মোট ১,৩৭,০২৯·০০ টাকা। কুপন ব্যতিরেকে অন্যভাবে আদায় (জেলার জন্য নির্দ্ধারিত) (ক) উৎসবের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রবেশ মূল্য বাবদ ৬৩৮·২৯ টাকা (খ) বিবিধ ৮৫·৭১ টাকা (গ) লালবাগে সিনেমা প্রদর্শনী বাবদ ৩,৩২৬·২১ টাকা (ঘ) সদর মহকুমা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১,২১৯·০১ মোট—৫,২৬৮·৮৮ টাঃ সর্ব্বমোট—১,৪২,২৯৭·৮৮ টাকা।

ব্যয়—বহরমপুরে অনুষ্ঠিত উৎসব বাবদ ৮,২৬৯·৪৯ টাকা। মহকুমা কমিটির উৎসবের ব্যয় বাবদ:—

(১) সদর মহকুমা শাসককে ৭০১৮৭ টাকা।
(২) লালবাগ „ ২,১৫০·০০ „
(৩) জঙ্গীপুর „ ২,০০০·০০ „
(৪) কান্দী „ ১,২৯২·৭৪

মোট—১৫,০৯৪·১০ টাকা। রাজ্য কমিটিকে প্রদত্ত—২২,০০০·০০ টাকা। ব্যাঙ্কে মজুত তহবিল ১০৫,২০৩·৭৮ টাঃ সর্ব্বমোট—১,৪২,২৯৭·৮৮ টাকা।

চীফ সেক্রেটারীর সম্মেলন

ঢাকায় ভারত ও পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী-দের সম্মেলন শেষ হইয়াছে। সম্মেলনের শেষে যথারীতি একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে এবং বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য উভয় সরকারের সদিচ্ছাও ব্যক্ত হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারীদের সম্মেলন এই নতুন নয় এবং এই ধরণের সদিচ্ছামূলক বিবৃতি পাঠের সৌভাগ্যও পাঠকদের নূতন হয় নাই। কিন্তু পাকিস্তানকে যাহারা জানে এবং চেনে তাহারা এই সদিচ্ছার কতটুকু মূল্য দিতে পারিবে? পাকিস্তান প্রয়োজনমত কোনো চুক্তিতে সই দিতেই কার্পণ্য করে না, কিন্তু সেই সই-এর কালি শুকাইতে না শুকাইতেই চুক্তির সর্ত্ত দুই পায়ে মাড়াইয়া যাইতে তাহার দেরী হয় না। পাকিস্তানের কাছে কোন চুক্তির যদি কোন মূল্য থাকিত তবে এরকম বারে বারে বৈঠক আর আলোচনার দরকার পড়িত না, পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদেরও বারে বারে পাকিস্তানের পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি ছাড়িয়া ধন-সম্পত্তি ছাড়িয়া মান-সম্মান ইজ্জৎ বিসর্জ্জন দিয়া ভারতে চলিয়া আসিতে হইত না।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটের সময় হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনের ওয়েষ্ট কেবিনের নিকটে যে ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে মাত্র ২১ জন আহত হইয়াছে এবং কেহই নিঃত হয় নাই বলিয়া আশ্বস্ত হওয়া সম্ভব নয়। লাইনে দাঁড়ান একখানি ট্রলির সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষের ফলে কলিকাতাগামী ডাউন পাঠানকোট-শিয়ালদহ এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ও সংলগ্ন দুইখানি বগী লাইনচ্যুত হইয়া যায়। এই দুর্ঘটনা আরও গুরুতর হইতে পারিত, ইহা যেমন উপেক্ষা করা যায় না, তেমনি যে লাইনে এক্সপ্রেস আসিতেছে সেই লাইনের উপর ট্রলি আসিল কিরূপে তাহাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ট্রলিতে লোকজন ছিল কি-না, কিংবা খালি ছিল তাহাও প্রকাশ নাই। যে সঙ্ঘর্ষে এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ও সংলগ্ন দুইখানি বগী লাইনচ্যুত হইয়াছে তাহাতে ট্রলিখানির কি অবস্থা হইয়াছে তাহাও সংবাদে কিছুই প্রকাশ নাই। হয়ত ট্রলিখানি খালিই ছিল, কিন্তু এক্সপ্রেস আসিবার সময়ে ঐ লাইনের উপর ট্রলি রাখিবার নির্দ্দেশ কে দিয়াছিল, এই প্রশ্নের গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ষ্টেশনের ওয়েষ্ট কেবিনের নিকটেই লাইনের উপর ট্রলি দাঁড়ানো ছিল। যে বা যাহারা ট্রলি রাখিয়াছিল সে বা তাহারা এক্সপ্রেস আসিবার সময় কি জানিত না, কিংবা সিগন্যাল ডাউন রহিয়াছে কি-না তাহা দেখিতে পায় নাই। কেবিনে যাহারা ছিল তাহারাও কি ঐ ট্রলিখানি দেখিতে পায় নাই? ট্রলি সম্পর্কে দায়িত্ব কাহার?

পাকিস্তানী পুলিশের গুলিতে ২জন মৎস্যজীবী নিহত, ২জন আহত

গত ২৮শে জুলাই লালগোলা থানার তারানগরের নিকটবর্ত্তী পদ্মার উপরে এক নৌকার উপর পাকিস্তানী পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরাকালীন একটি নৌকা নদীর মাঝামাঝি অবস্থানকালে ঐ গুলি বর্ষিত হয় এবং লালগোলার সূর্য্য হালদার ও হাজারী হালদার নামক দুইজন মৎস্যজীবীর মৃত্যু ঘটে। অপর ২ জন গুলিবিদ্ধ আহতকে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। এ সম্পর্কে মৎস্যজীবীদের বক্তব্য হইল যে নেহরু-নূন চুক্তির পরে প্রবহমান জলের মাঝ বরাবর সীমানা নির্দ্ধারিত হওয়ায় জলের প্রধান স্রোত পাকিস্তানী এলাকার অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। ইলিশ মাছের ঝাঁক কিন্তু প্রধান স্রোত বরাবর আনাগোনা করে। ফলে মৎস্যশিকার করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার মরশুমে ইলিশ মাছের ঝাঁকের অনুসরণে স্রোতের বেগে কোন নৌকা যদি দৈবাৎ জলীয় সীমারেখা (প্রধানতঃ আনুমানিক) অতিক্রম করিয়া বসে অমনিই বিপরীত পার্শ্ব হইতে পাকিস্তানী রক্ষীর গুলিবৃষ্টি হয় এবং শোচনীয় ঘটনা ঘটে। নদীতীরবর্ত্তী পুলিশ অনেক সময় সীমানা লঙ্ঘনের সূক্ষ্ম বিচারের ধার না ধারিয়াও গুলি চালায়। ফলে মৎস্যজীবীদের জলে নামা এক আতঙ্কজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে অথচ জলে না নামিলে অনাহারে মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নুতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মুল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলিঃ 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সুতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এনলার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।